বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

১। বিচারপতি মো. নিজামূল হক নাসিম চেয়ারম্যান

২। এম জি কিবরিয়া চৌধুরী, সদস্য

৩। ড. উৎপল কুমার সরকার, সদস্য

মামলা নং ০৬/২০২২

জনাব আসাদুল্লাহিল গালিব।

বাদী

বনাম

ড. কাজী এরতেজা হাসান

বিবাদী

আসাদুল্লাহিল গালিব স্বয়ং

বাদীপক্ষে

বনাম

মো. জাহিদুল ইসলাম হিরন অ্যাডভোকেট

বিবাদীপক্ষে

রায়ের তারিখ:২১/১১/২০২২

রা য়

অত্র মামলাটি বাদী দ্বারা দায়েরকৃত বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল মামলা নং ০৬/২০২২ যা বিবাদীর বিপক্ষে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী দায়েরকৃত একটি মোকদ্দমা। এই মোকদ্দমায় বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিবাদীর পত্রিকা "ভোরের পাতা" এর ১৫/০৯/২০২১ তারিখে "গালিব-মিজান সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে এসবিএসি ব্যাংক" শিরোনামের প্রতিবেদনের মাধ্যমে আপত্তিজনক, অসত্য, কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করায় বাদীকে জনসম্মুখে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিবেদনে তাকে জড়িয়ে যেসব তথ্যের অবতারনা করা হয়েছে তার কোনো ভিত্তি নেই। ইহার প্রতিটি শব্দ ও বাক্য মিথ্যা এবং এর স্বপক্ষে প্রতিবেদক কোনো প্রমাণ দিতে পারবেনা। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিজ্ঞাপন বিলের অর্থ পরিশোধ না করে বাদী নাকি কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন অথচ সেখানে আত্মসাতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। ব্যাংকের নিয়ম আচার পরিপালন করে সবকিছু করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বিজ্ঞাপন বিলের শত কোটি টাকা নাকি আত্মসাৎ করা হয়েছে। অথচ অত্র ব্যাংকের বিজ্ঞাপন বাবদ মোট ব্যয় গত বছরে এক কোটি টাকাও ছিলনা। এ ধরনের অসংখ্য মনগড়া তথ্যের সন্নিবেশনে রিপোর্টটি করা হয়েছে যা অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্খিত। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাদীর নাকি দুই বছর

আগে চাকুরি চলে গিয়েছিল যা সত্য নয়। পত্রিকায় প্রকাশ ঠেকাতে গণমাধ্যমকে টাকা দেওয়া সমন্ধে তার কোনো জানা নেই। ব্যাংকের তৎকালীন চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট জানা যাবে যে বাদী তার নিকট থেকে একটি টাকাও নিয়েছেন কিনা। আজগুবি ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে বাদীকে বিতর্কিত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে তার ভাবমূর্তি নষ্ট করা হয়েছে। তিনি জনসংযোগ বিভাগে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও তাকে আইটির সরঞ্জামাদি ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার কোনো সুযোগ নেই। ব্যাংকের প্রত্যেকটি কেনাকাটায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়। মূলত ওই পত্রিকার প্রতিনিধি বাদীর কাছে ফোনে ও সাক্ষাৎ করে এসব অভিযোগ নিয়ে ব্লাকমেইল করার চেষ্টা করেছিল এবং তার প্রকাশ ঠেকাতে বাদীর কাছে অর্থ চাওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। তাতে সাড়া না পাওয়ায় গাজাখুরি গল্পদিয়ে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের বিপক্ষে পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়ের কাছে বাদী প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন কিন্তু উহা ছাপানো হয়নি। ফলে অভিযোগের কারন প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে। তাই বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট এর ১২ ধারার আলোকে প্রতিকার চেয়ে এই মামলাটি দায়ের করা হয়।

এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ হওয়ার পরে বাদীর পক্ষ থেকে যে প্রতিবাদ পাঠানো হয় তাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, আইটি সরঞ্জাম ক্রয় ও বিজ্ঞাপন বিলের অর্থ পরিশোধ না করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। এখানে আত্মসাতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। এ ব্যাংকে যোগদানের পর বাদী অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ পর্যন্ত তার মাধ্যমে যত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে তাতে কারো কোনো অভিযোগ নেই। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পরে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরন করে বিজ্ঞাপনের অর্ডার ও ম্যাটার প্রেরণ করা হয়। রিপোর্টটিতে ব্যাংকের আইটি বিভাগের প্রধান মিজানুর রহমানের সম্পদের কাল্পনিক তথ্য দেওয়া হয়েছে। গাজিপুরে তার কোনো জমি নেই। আইটি সরঞ্জামাদি ক্রয়ে ব্যাংকের যথাযথ নিয়মনীতি অনুসরন করে করা হয়েছে, কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। এই সরঞ্জামাদি ক্রয়ে জনসংযোগ বিভাগের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তারপরও অযাচিতভাবে বিবাদীর প্রতিবেদনে বাদীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ব্যাংকের কোনো অডিট রিপোর্টে এই সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি, যাতে গালিব-মিজান কে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই ধরনের প্রতিবেদন দেশের ও বাদীর ভাবমূর্তি নষ্ট করে।

প্রতিপক্ষ এই মামলায় জবাব দিয়ে প্রতিদ্বন্দিতা করেন। জবাবে তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষের দৈনিক 'ভোরের পাতা' পত্রিকা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অবিচল, বহুল প্রচারিত ও স্বনামধন্য একটি পত্রিকা যা দেড়যুগ ধরে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে আসছে। এই দীর্ঘ সময়ে পথচলা কখনোই কুসুমাস্তীর্ণ ছিলনা। পত্রিকাটি স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের রক্তচক্ষু আর ষড়যন্ত্রকে প্রতিনিয়ত মোকবেলা করে তার কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। কিন্তু এর মাঝেই এই পত্রিকাটি এগিয়ে গেছে স্বকীয়তা বজায় রেখে। জাতির জনকের আদর্শ থেকে এত বছরে এক চুলও বিচ্যুত হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সারথি হয়ে আছে আজন্মকাল ধরে। সংবাদ পরিবেশনে প্রতিপক্ষ যথেষ্ঠ সাবধানী ও যত্নশীল থাকার চেষ্টা করেছে। এর বড় প্রমাণ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এর আগে কখনো কোনো বিষয়ে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে হাজির হতে হয়নি। উল্লেখিত প্রতিবেদনে যে বিষয়গুলোর অবতারনা হয়েছে তার কোনোটিই প্রতিপক্ষের নিজস্ব কোনো মত নয়। কেননা ফরিয়াদির সঙ্গে প্রতিপক্ষের কোনো কালেই শত্রুতা বা মিত্রতা ছিলনা। প্রতিবেদনের পুরোটাই তৈরি করা হয়েছে এসবিএসি ব্যাংকের লোকদের সাথে কথা বলে। প্রতিবেদক যে উচ্চ পদস্থ দায়িত্বশীল ব্যক্তির সাথে কথা বলে প্রতিবেদন তৈরি

করেছেন সেই কথোপকথনের অডিও টেপ প্রতিপক্ষের কাছে সংরক্ষিত আছে। ফরিয়াদি যে এখানে শত শত কোটি টাকার কথা বলেছেন সেখানে টাকার পরিমানের কোনো উল্লেখ নেই। আর "শত শত" শব্দ দুটি নিতান্তই মুদ্রণ প্রমাদ। প্রতিপক্ষ এইসব ঘটনা সম্পর্কে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ লোক মারফত জানতে পেরেছেন, যার কল রেকর্ড প্রতিপক্ষের হাতে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু কিছু বিষয়ে ফরিয়াদী তৎকালীন চেয়ারম্যানকে স্বাক্ষী মেনেছেন। কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব ফরিয়াদীর পক্ষের লোক এবং অভিযোগের আঙ্গুল তার দিকেই থাকায় তিনি সাফাই গাইবেন এটাই স্বাভাবিক। আসলে এই চেয়ারম্যান সাহেবই ছিলেন ফরিয়াদীর প্রশ্রয়দাতা। প্রতিপক্ষের প্রতিবেদকের বিপক্ষে তিনি যে অর্থ চাওয়ার অভিযোগ এনেছেন প্রতিপক্ষ মনে করে সেটি ফরিয়াদীর শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অপপ্রচার। প্রতিবেদনটি পত্রিকায় ছাপানোর পরে পত্রিকা বরাবর পাঠানো প্রতিবাদলিপি পত্রিকায় ছাপায়নি একথা অত্যন্ত আপত্তিকর ও দুঃখজনক অভিযোগ। দৈনিক ভোরে পাতা কর্তৃপক্ষ যেকোনো বিষয়ে প্রতিবেদকের বক্তব্যসহ ছাপিয়ে থাকে। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ খোজ নিয়ে জেনেছেন কোনো প্রতিবাদলিপি তাদের বরাবর পাঠানো হয়নি। বরং তিনি প্রতিবাদলিপি 'ভোরের পাতা' কার্যালয়ে না পাঠিয়ে মনগড়া কাগজে দৈনিক ভোরের পাতার নকল সিল দিয়ে তাতে অজ্ঞাত একটি স্বাক্ষর বসিয়ে রিসিভ দেখিয়ে অত্র আদালতে দাখিল করেছেন। ফলে ফরিয়াদী তঞ্চকতার পরিচায়ক প্রতীয়মান হয়েছে। ফরিয়াদীর আনীত অভিযোগ সম্পুর্ন ভিত্তিহীন, বানোয়াট, মনগড়া ও প্রতিপক্ষের মানহানিকর বিধায় ফরিয়াদীর নালিশি খসড়াসহ নথিজাত করণের আদেশ দানে সদয় মর্জি হয়।

বাদীপক্ষ অত্র মামলায় প্রতিপক্ষের জবাবের কপি পেয়ে প্রতিউত্তর দাখিল করেন। সেখানে বলা হয় প্রতিবেদনে তাদের নিজস্ব কোনো বক্তব্য নাই। ব্যাংকের অভ্যন্তরীন লোকজনের সাথে কথা বলে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। অথচ তাদের মূল প্রতিবেদনে এ ধরনের কোনো উৎসের কথা বলা হয়নি। বরং এক আজগুবি অডিট রিপোর্টে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসার রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে এবং মূল প্রতিবেদনের শেষে ব্যাংকের সাবেক পরিচালকের নাম উল্লেখ না করে একটি মন্তব্য সন্নিবেশন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে যে অডিট রিপোর্টের কথা বলা হয়েছে, তা যেন আদালতে উত্থাপন করা হয়। কোনো তথ্য প্রমাণ ব্যাতিরেকে কোনো একজনের সাথে আলাপ করেই প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করে বাদীকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এবং তার সততা ও ন্যায়নিষ্ঠাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে আর্থিক দূর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ আনা হয়েছে। এখানে তথ্য প্রমাণ অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু সেসবের কোনো ধার পত্রিকাটি ধারেনি। কেউ যদি এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেও থাকে তার কাছে প্রমাণ চাওয়া যেত কিংবা ক্রস-চেক করার প্রয়োজন ছিল। প্রতিবেদনের এক জায়গায় বলা হয়েছে বাদীর নাকি চাকুরি চলে গেছিলো। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা কোনো যাচাই-বাছাই করেনি। ফলে ইহা প্রমাণিত যে পত্রিকাটি আজগুবি তথ্য দিয়ে বাদীকে ব্লাকমেইল করার চেষ্টা করেছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ফরিয়াদী নাকি ব্যাংকের চেয়ারম্যানের নিকট হতে গণমাধ্যমকে দেওয়ার জন্য টাকা নিয়েছেন। যেকোনো তথ্য বা গুজবের বিষয়ে যাচাই-বাছাই করা সুস্থ সাংবাদিকতার জন্য অত্যন্ত জরুরি। প্রতিপক্ষ তার পুরো বক্তব্যে যতটা মিথ্য ও অসত্যের আশ্রয় নিয়েছেন তা এই অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বক্তব্যে পূর্বের সবমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিবেদন প্রকাশের দিন অর্থাৎ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ সন্ধ্যার পর ফরিয়াদী নিজেই স্বশরীরে দৈনিক 'ভোরের পাতা'র কারওয়ান বাজারস্থ রেজিস্টার্ড অফিস ৯৩, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউতে যান। অফিসের অভ্যার্থনাকক্ষ জুড়েই প্রতিপক্ষের নানান তৎপরতার ছবিতে সাটা ছিল। খুবই সাজানো-গোছানো এই অফিসে সিসিটিভি ক্যামেরাও ছিলো। তাদের একজন প্রতিনিধি তার প্রতিবাদলিপি গ্রহণ করেন এবং রিসিভ করে সিল-স্বাক্ষর করেন। তারপরই এই সত্য বিষয়টিকে স্বীকার

না করে প্রতিপক্ষ নিজেকে দেউলিয়াত্তের পর্যায়ে নামিয়েছেন। তিনি ওই দিনের সিসিটিভি ক্যামেরা যাচাই করে তার উপস্থিতি ও প্রতিবাদলিপি জমাদানের তথ্য যাচাইয়ে আদালতের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানান। আর আদালতের নিকট মিথ্যাচার করার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রার্থণা করেন। প্রয়োজনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিবাদীকে আর্থিক জরিমানায় আনার জন্য বিনীত আহবান জানান, যা অপসাংবাদিকতার জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

অত্র মামলায় ফরিয়াদীর পক্ষে মো আসাদুল্লাহিল গালিব স্বয়ং এবং প্রতিপক্ষে মো. সাদিকুল আলম সোহেল অ্যাডভোকেট বক্তব্য রাখেন।

মামলার বাদী নিজেই তার বক্তব্যে বলেন যে, দৈনিক 'ভোরের পাতা' এর ১৫/০৯/২০২১ তারিখে "গালিব-মিজান সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে এসবিএসি ব্যাংক" শিরোনামের প্রতিবেদনের মাধ্যমে আপত্তিজনক, অসত্য, কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করায় বাদীকে জনসম্মুখে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যসমূহ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিজ্ঞাপন বিলের অর্থ পরিশোধ না করে বাদী নাকি কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন অথচ সেই ব্যাংকে কোনো আত্মসাতের ঘটনা ঘটেনি। তদুপরি ব্যাংকের বিজ্ঞাপন বাবদ মোট ব্যয় গত বছরে এক কোটি টাকাও ছিলনা। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে, বাদীর নাকি দুই বছর আগে চাকুরি চলে গিয়েছিল, যা সত্য নয়। আজগুবি ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে বাদীকে বিতর্কিত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে তাতে তার ভাবমূর্তি নষ্ট করা হয়েছে। তিনি জনসংযোগ বিভাগে কর্মরত কিন্তু তাকে আইটির সরঞ্জামাদি ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার কোনো সুযোগ নেই। ব্যাংকের প্রত্যেকটি কেনাকাটা যথাযথ নিয়ম পালন করে সম্পন্ন করা হয়। বাদীর কাছে ফোনে ও সাক্ষাৎ করে ওই পত্রিকার লোকজন অভিযোগ নিয়ে ব্লাকমেইল করার চেষ্টা করেছিল। তাতে সাড়া না পাওয়ায় গাজাখুরি গল্পদিয়ে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে। এই সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি মিথ্যা, অসত্য এবং গাজাখুরি গল্পে ভরা। এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ হওয়ার পরে বাদীর পক্ষ থেকে যে প্রতিবাদ পাঠানো হয়েছিল সেখানে উল্লেখ করা হয় যে, আইটি সরঞ্জাম ক্রয় ও বিজ্ঞাপন বিলের অর্থ পরিশোধ না করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা । বাদীর মাধ্যমে এতদিন যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে তাতে কোনো অভিযোগ নেই। এই সরঞ্জামাদি ক্রয়ে জনসংযোগ বিভাগের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তারপরও অযাচিতভাবে বিবাদীর প্রতিবেদনে বাদীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এই ধরনের প্রতিবেদন দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। তিনি আরো বলেন এই প্রতিবাদটি বিবাদীপক্ষ তাদের পত্রিকায় ছাপায়নি। তাতে অভিযোগের কারন প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে। তাই ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিবাদীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

ইহার জবাবে জনাব মো. জাহিদুল ইসলাম হিরন অ্যাডভোকেট বিবাদীর পক্ষে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। যেখানে তিনি বলেন, দৈনিক 'ভোরের পাতা' পত্রিকা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অবিচল বহুল প্রচারিত ও স্বনামধন্য একটি পত্রিকা যা দেড়যুগ ধরে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে আসছে। তিনি আরো বলেন উল্লেখিত প্রতিবেদনে যে বিষয়গুলোর অবতারনা হয়েছে তার কোনোটিই প্রতিপক্ষের নিজস্ব কোনো মত নয়। এই প্রতিবেদনের পুরোটাই তৈরি করা হয়েছে এসবিএসি ব্যাংকের লোকদের সাথে কথা বলে। প্রতিবেদক যে উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল ব্যক্তির সাথে কথা বলে প্রতিবেদন তৈরি করেছেন সেই কথোপকথনের অডিও টেপ প্রতিপক্ষের কাছে সংরক্ষিত আছে। তিনি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ লোক মারফত ঘটনা জানতে পেরেছেন। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ খোজ নিয়ে জেনেছেন কোনো প্রতিবাদলিপি তাদের বরাবর পাঠানো হয়নি বরং তিনি প্রতিবাদলিপিটি অন্য পত্রিকার নকল সিল দিয়ে তাতে অজ্ঞাত একটি সিল বসিয়ে রিসিভ দেখিয়ে অত্র আদালতে দাখিল করা হয়েছে। ফরিয়াদীর

আনীত অভিযোগ সম্পুর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট, মনগড়া ও প্রতিপক্ষের মানহানিকর বিধায় ফরিয়াদীর নালিশি খসড়াসহ নথিজাত করণের আদেশ দানে সদয় মর্জি হয়।

উভয় পক্ষকে শুনলাম এবং সংযুক্ত কাগজপত্র সমূহ দেখলাম। দৈনিক 'ভোরের পাতা' পত্রিকায় প্রকাশিত যে প্রতিবেদনটি নিয়ে অত্র মামলার উদ্ভব হয়েছে তাও দেখলাম। এই প্রতিবেদনটি পড়ে আমরা সবাই একমত যে, সেখানে যা বলা হয়েছে তা বাদীর মানহানি হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ। এই প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর আমরা একেবারে সন্দেহহীন যে ইহাতে বাদীর মানহানি হয়েছে। এই প্রতিবেদনটি ছাপানোর পরে বাদী এই প্রতিবেদনের বিপক্ষে একটি প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলেন। সেই প্রতিবাদটি দৈনিক 'ভোরের পাতা' পত্রিকায় সময়মতো ছাপা হয়নি। বিবাদীর বক্তব্য হলো প্রতিবাদলিপিটি তারা পাননি বরং বাদী অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতিবাদলিপিটি 'ভোরের পাতা' কার্যালয়ে না পাঠিয়ে মনগড়া কাগজে পত্রিকার নকল সিল দিয়ে তাতে অজ্ঞাত একটি সিল বসিয়ে রিসিভ দেখিয়ে অত্র আদালতে দাখিল করেছেন। যা ফরিয়াদীর তঞ্চকতার পরিচয়। বিবাদীর এই বক্তব্য আমাদের কাছে গ্রহনযোগ্য নয় কারন এই পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাদীর পূর্ববর্তী কোনো বিরোধ ছিলনা, ফলে তারা প্রতিবাদলিপিটি গোপন করে এই মামলা করেছেন, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বরং আমাদের কাছে এটাই মনে হয়েছে যে অনেক পত্রিকায় এ ধরনের প্রতিবেদন ছাপার পরে প্রতিবেদনের ব্যাপারে প্রতিবাদ আসলে তারা তা ছাপাতে চান না। অত্র প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় ১৫/০৯/২০২১ তারিখে এবং প্রতিবাদটি পাঠানো হয় ওই একই দিনে অর্থাৎ ১৫/০৯/২০২১ তারিখে। ১৯/০৫/২০২২ তারিখে বিবাদীপক্ষ জবাব দাখিল করেন সেই জবাবে তারা প্রথম প্রতিবাদলিপি সম্পর্কে তাদের বক্তব্য পেশ করেন অথচ মামলার আর্জির সাথেই প্রতিবাদ পাঠানো এবং তা ছাপা না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। পরিশেষে ২৪/০৭/২০২২ তারিখে তারা দৈনিক 'ভোরের পাতা' পত্রিকায় শেষ পাতায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ এই হেডিংয়ে প্রতিবাদলিপির কথা উল্লেখ করেছেন তাও প্রতিবাদলিপির বিশেষ অংশসমূহ প্রকাশ করা হয়নি। এবং যে অবয়বে প্রতিবেদনটি ছাপা হয়েছিলো সেখানেও ছাপাননি। ফলে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রণীত প্রতিবাদ ছাপানো সম্পর্কে সাংবাদিকতার নীতিমালার ১০ ধারায় প্রয়োজনীয়তা মানা হয়নি, তদুপরি আচরণবিধির ১৭ ধারাও মানা হয়নি। আর মামলা চলা অবস্থায় রায়ের প্রায় শেষ অবস্থায় প্রতিবাদ ছাপিয়ে নিয়ে আসা কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। তদুপরি শুনানীর শেষ দিনে প্রতিপক্ষের আইনজীবী শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন যে প্রতিবাদপত্রটি তাদের অফিসে সময়মত পৌছেছিল, কিন্তু সম্পাদক সাহেব দেশে না থাকায় তারা এই প্রতিবাদলিপি তখন ছাপান নাই। শেষে মামলা হবার কথা শুনে প্রতিবাদপত্রটি তাদের ইচ্ছামত তারা ছাপিয়েছেন যাহা নীতিমালার ১০ ধারার বরখেলাপ। এই অবস্থায় অত্র কমিটি মনে করে যে, বিবাদী কথিত প্রতিবেদনটি সময়মত না ছপিয়ে প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী অপরাধ করেছেন।

এই মামলায় যে কথাগুলো প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে তার সোর্স সম্পর্কে বিবাদী পক্ষের বক্তব্য হলো ব্যাংকের লোকদের সাথে কথা বলে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে এবং তার অডিও টেপ নাকি প্রতিপক্ষের কাছে সংরক্ষিত আছে। যদিও তাদের প্রয়োজন ছিলো এ ব্যাপারে বাদীপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বক্তব্য যাচাই করা যা বিবাদীপক্ষ করেননি। ফলে সংবাদ বা প্রতিবেদন প্রকাশের প্রাথমিক নিয়মটি এখানে অনুসরন করা হয়নি। এই মামলায় আরো দেখা যায় বাদীপক্ষ থেকে বলা হয়েছে বাদীর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং ফোনের মাধ্যমে পত্রিকার প্রতিনিধি এইসব অভিযোগ নিয়ে ব্লাকমেইল করার চেষ্টা করেছিল এবং বাদীর কাছে অর্থ চাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলো। তাতে সাড়া না পাওয়ায় এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে যে কথাটি বিশেষ করে বলা হয়েছে যে বিজ্ঞাপন বিলের অর্থ পরিশোধ না করে বাদী নাকি কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন যা বিশ্বাসযোগ্য

নয় । কারন ওই ব্যাংকে আত্মসাতের ঘটনা সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই। থাকলে এতদিনে এবং এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরে মামলা হতো কিন্তু তা হয়নি। কাজেই আমাদের মনে হয় আজগুবি ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে বাদীকে বিতর্কিত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে বাদীর এই বক্তব্যটি সঠিক। যাই হোক সর্ববিষয়ে বিবেচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে একমত হয়েছি যে বাদী তার মামলা প্রামান করতে সামর্থ্য হয়েছেন এবং বিবাদী কথিত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারায় অপরাধ সংগঠন করেছেন।

ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিউত্তর ও প্রতিপক্ষের জবাব এবং পক্ষগণের দাখিলি কাগজপত্র ও তাদের বক্তব্য বিবেচনা করে সবাই একমত হয়ে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল বিচারিক কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে প্রতিপক্ষগণ যাচাইবিহীন, একতরফা ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রতিবেদন প্রচার করে সাংবাদিকদের অনুসরণীয় আচরণবিধি লংঘন করেছেন। জনগণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছেন। যা পেশাগত অসদাচারন ব্যতিত অন্য কিছু নয়। এখানে আরো উল্লেখ করতে চাই দৈনিক ভোরের পাতা পত্রিকাটির কর্তৃপক্ষ দাবী করেন যে দীর্ঘকাল যাবত জনগণের সেবায় এবং দাবি আদায়ে এই পত্রিকাটি দায়িত্ব পালন করে আসছে এবং তারা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের পত্রিকা তাই তাদের কাছে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা এবং বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আচরণবিধি মানার আশা অনেক বেশি। কিন্তু তারা তাদের কার্য্যের দ্বারা ইহা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। সবশেষে প্রতিপক্ষের আইনজীবী জুডিশিয়াল কমিটির কাছে আদালতে স্বীকার করেন যে এই মামলায় কোনো কোনো ব্যাপারে বিবাদী সত্যিই ভুল করেছেন। প্রতিবেদনটি ছাপা হয় যখন বিবাদী দেশের বাহিরে ছিলেন। সময়মত এই ভুলসমূহ সমন্ধে তিনি কোনো পদক্ষেপ নেননি। তাই তিনি প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারায় অপরাধ করেছেন। এরপর তিনি ভবিষ্যতে আরো সাবধান হবেন এই কথা বলে প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করেন। এইসব বক্তব্য সমূহ চিন্তা করে আমরা প্রতিপক্ষগণকে তদ্রুপ গর্হিত আচরণের জন্য ভৎসনা করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করাকে শ্রেয় মনে করি। এই কমিটি প্রত্যাশা করে যে, প্রতিপক্ষগণ ভবিষ্যতে কোনো সংবাদ প্রকাশের পূর্বে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

রায় প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় রায়টি প্রচারিত সংবাদের জায়গাটিতে ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

ফরিয়াদি তাঁর প্রয়োজনে ইচ্ছা প্রকাশ করলে নিজ খরচে যেকোনো দৈনিক, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকায় এই রায়টি ছাপাতে পারেন, তাকেও রায়টি ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

বিচারপতি মো. নিজামূল হক নাসিম
চেয়ারম্যান
বিচারিক কমিটি ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

এম জি কিবরিয়া চৌধুরী
সদস্য
বিচারিক কমিটি ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

ড. উৎপল কুমার সরকার
সদস্য
বিচারিক কমিটি ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল